MAR. 5 2001

ভোরের কাগজ

বদ্যালয়ের ভিন্ন ভেন্যুতেই পরীক্ষার্থীদের এসএসসি পরীক্ষা

নকল, গোলমাল ও সহিংসতা ঠেকাতে আধা সামরিক বাহিনী মোতায়েন হবে

নিস ঘোষ : প্রথমবারের মতো এবার
সএসসি পরীক্ষায় দেশের সবগুলো
রীক্ষা কেন্দ্রের নিজস্ব বিদ্যালয়ের
রীক্ষার্থীদের আসন ব্যবস্থা ভিন্ন ভেন্যুতে
রা হয়েছে। এই সিদ্ধান্তের আওতায়
০টি ক্যাডেট কলেজকে নিয়ে আসার
ষ্টা চালাচ্ছে শিক্ষা বোর্ডগুলো। এদিকে
ক্ষা সচিব সম্প্রতি এক পত্রে নকলপ্রবণ
অত্যধিক ছাত্রসংখ্যার কেন্দ্রগুলোতে
গালমাল ও সহিংসতা ঠেকাতে পর্যাপ্ত
লিশের পাশাপাশি প্রয়োজনে
াধাসামরিক বাহিনী মোতায়েনের জন্য
জলা প্রশাসকদের নির্দেশ দিয়েছেন।

আগামী ১৫ মার্চ থেকে শুরু হওয়া
এসএসসি পরীক্ষায় নকল ও দুর্নীতি রোধে
এরকম আরো বেশ কিছু কৌশলী সিদ্ধান্ত
নেওয়া হয়েছে। কেন্দ্রগুলোতে বোর্ড
চেয়ারম্যানরা এক পত্রে নির্দেশ দিয়েছেন
কোনো অবস্থাতেই এ বছরের পরীক্ষায়
একই বিদ্যালয়ের পরীক্ষার্থীদের পরস্পর
পাশাপাশি আসন ব্যবস্থা করা যাবে না।
৬ফুট লম্বা প্রতি বেঞ্চে দুইজন এবং
এরচেয়ে ছোট বেঞ্চে একজনের আসন
ব্যবস্থা করতে হবে। এর ব্যতিক্রম করা
যাবে না।

● এরপর পৃষ্ঠা ২ কলাম ৬

কল, গোলমাল ও সহিংসতা

থম পাতার পর

বোর্ড চেয়ারম্যানদের পত্রে কেন্দ্রের নিজস্ব বিদ্যালয়ের পরীক্ষার্থীদের আসন ব্যবস্থা
জায়গায় করার জন্য প্রয়োজনে নতুন ভেন্যু স্থাপনের অনুমতি দেওয়া হয়েছে। শিক্ষা
ৰ্গুলোর সূত্রে জানা গেছে, আসন ব্যবস্থার এই নতুন বিন্যাসের ফলে এবার এক
নর শিক্ষককে অন্য স্কুলে পরিদর্শকের দায়িত্ব দেওয়া হয়নি।
ঢাকা বোর্ডের চেয়ারম্যান ড. এ টি এম শরীফউল্লাহ নকল রোধে এবারের
ক্রমকে অনেক শক্তিশালী হিসেবে উল্লেখ করে বলেছেন, 'কৌশলী অনেক সিদ্ধান্ত
য়েছি। আশা করি কার্যকরী হবে।' তিনি নকল রোধে কেন্দ্রের নিজস্ব বিদ্যালয়ের
াক্ষার্থীদের ভিন্ন ভেন্যুতে পরীক্ষা গ্রহণের কথা উল্লেখ করে বলেন, এর ফলে
লবাজরা অনেকটা দমে যাবে। প্রসঙ্গত, গত কয়েক বছর ধরে এসএসসি পরীক্ষায়
কা মহানগরসহ কয়েকটি জেলায় এভাবে আসন বিন্যাস করা হতো। এবার প্রত্যন্ত
াজেলার কেন্দ্রগুলোতেও এই সিদ্ধান্ত কার্যকর হবে।
এদিকে বোর্ডগুলো সূত্রে জানা গেছে, দেশের ১০টি ক্যাডেট কলেজের শিক্ষার্থীদের
ন্ন কেন্দ্রে পরীক্ষা গ্রহণের সিদ্ধান্ত হয়েছে। ক্যাডেটরা ইতিপূর্বে তাদের নিজেদের
দ্যালয়ে নিজদের শিক্ষকদের সামনে পাবলিক পরীক্ষা দেওয়ার বাড়তি সুবিধা পেয়ে
াসছিল। এ নিয়ে অনেক বিতর্কও হয়। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের একজন কর্মকর্তা
ানিয়েছেন, ক্যাডেট কলেজের পরীক্ষার্থীদের কেন্দ্র পরিবর্তনের সিদ্ধান্তটি বাস্তবায়ন
খনো চূড়ান্ত হয়নি। তবে চেষ্টা চালানো হচ্ছে।
এদিকে জেলা প্রশাসকদের কাছে শিক্ষা সচিব ড. সা'দত হুসাইনের লেখা পত্রে
রীক্ষা পরিচালনায় আধাসামরিক বাহিনী মোতায়েনের পাশাপাশি কেন্দ্র বাতিলেরও
ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। পত্রে বলা হয়েছে, পরীক্ষার সময় আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির
অবনতি ঘটলে কিংবা ব্যাপক দুর্নীতি সংঘটিত হলে বোর্ডের চেয়ারম্যানের সঙ্গে পরামর্শ
করে কেন্দ্র বাতিল করতে হবে।
পত্রে আরো বলা হয়েছে, পরীক্ষা পরিচালনায় কোনো ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, হল
তত্ত্বাবধায়ক কিংবা হল পরিদর্শক কর্তব্যে কোনোরূপ অবহেলা করলে তাদের বিরুদ্ধে
কঠোর বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য তাৎক্ষণিকভাবে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে সংশ্লিষ্ট
প্রতিবেদন পাঠাতে হবে। কোনো শিক্ষক যাতে কোনো অবস্থাতেই তার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের
পরীক্ষার্থীদের পরিদর্শকের দায়িত্ব পালনে নিয়োজিত না থাকেন তা নিশ্চিত করার জন্য
পত্রে জেলা প্রশাসকদের বলা হয়েছে।
এদিকে বোর্ডগুলোর সূত্রে জানা গেছে, এসএসসি পরীক্ষার প্রস্তুতি প্রায় সম্পন্ন
ইতিমধ্যে কঠোর নিরাপত্তার মধ্যে বিজি প্রেসে প্রশ্নপত্র ছাপার কাজ শেষ হয়েছে
সবগুলো বোর্ডে প্রশ্নপত্র ও উত্তরপত্রের বান্ডিল পাঠানোর কাজও শেষ। জানা গেছে
বিভিন্ন জেলার তরুণ উদ্যমী শিক্ষকদের নিয়োজিত করে বেশ কয়েকটি সেটে প্রশ্নপ
তৈরি করা হয়েছে। গত বছরের মতো এবারো বিভিন্ন বিষয়ের প্রশ্নপত্রের ধরন এব
ভিন্নরকম হবে। গণিতের ক্ষেত্রে বইয়ের প্রচলিত অঙ্কগুলোর সংখ্যা পাল্টে দেও
হয়েছে। যাতে বই খুলে কেউ নকলের সুযোগ না পায়।
সবগুলো শিক্ষা বোর্ড পরীক্ষায় নকলে সহায়তাকারী এবং নকল প্রতিরোধ কর
ব্যর্থ শিক্ষকের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণে একমত হয়েছে। অভিযুক্ত শিক্ষকের বিরু
ফৌজদারি মোকদ্দমা দায়েরের পাশাপাশি বেতন ভাতার সরকারি অংশ কেটে রাখা হবে
নকল প্রতিরোধ বা গোলমাল ঠেকাতে গিয়ে আহত শিক্ষক ও ম্যাজিস্ট্রেটদের চিকিৎ
ব্যয়ভার, ক্ষতিপূরণ বা পুরস্কৃত করার সিদ্ধান্তও বোর্ডের রয়েছে।
প্রসঙ্গত, চলতি বছরের এসএসসি পরীক্ষা আগামী ১৫ মার্চ শুরু হয়ে ৩১ মার্চ শে
একই তারিখে শুরু হবে মাদ্রাসা বোর্ডের অধীনে মাধ্যমিক স্তরের দাখিল পরীক্ষা। ঢা
রাজশাহী, কুমিল্লা, যশোর, চট্টগ্রাম, বরিশাল ও সিলেট বোর্ডের অধীনে এবা
এসএসসি পরীক্ষায় মোট ৮৫৩টি (বিদেশে ৫টিসহ) কেন্দ্রে মোট ৮ লাখ ৮৩ হা
৩৪৫ জন পরীক্ষার্থী অংশ নেবে। এর বাইরে রয়েছে গত বছর এক বিষয়ে অকৃত
৮৯ হাজার ৫১৫ জন বিশেষ পরীক্ষার্থী।
এবার দাখিল পরীক্ষার্থী রয়েছে ১ লাখ ৫১ হাজার ৮৫০। সারা দেশে দ